



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

এবং

সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি**

জুলাই ১, ২০২০ - জুন ৩০, ২০২১

## সূচিপত্র

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র .....	৩
প্রস্তাবনা .....	৪
সেকশন ১: দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি .....	৫
সেকশন ২: দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) .....	৬
সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ .....	৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) .....	১৫
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি .....	১৬
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা .....	১৮

**দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র**  
**(Overview of the Performance of the Department/Organization)**

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০৯ খৃষ্টাব্দে ৪,৯৪২ মেঃওঃ হতে ২০১৯ খৃষ্টাব্দে ২২৫৬২ মেঃওঃ এ উন্নীত হয়েছে এবং জনপ্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট আওয়ার হতে ৫১০ কিলোওয়াট আওয়ারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী লোকের অনুপাত ৪৭ শতাংশ হতে ৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত তিন (৩) বছরে সঞ্চালন লাইন ১৮৩২.৩৪ সার্কিট কিলোমিটার এবং গ্রিড উপকেন্দ্রে ক্ষমতা ১১৫৬৬.৬ এমভিএ বৃদ্ধি হয়েছে। গ্রিড সিস্টেমের ব্যাপক সম্প্রসারণ হওয়া সত্ত্বেও সঞ্চালন লস ৩ এর নিচে বজায় রাখা সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়াও বিগত ৩ বছরে দেশব্যাপী ২৭ টি নতুন গ্রিড সাবস্টেশন স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে নড়াইল ও কুড়িগ্রাম জেলা প্রথমবারের মত জাতীয় গ্রিড সিস্টেমে সংযুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে কোয়ালিটি ম্যানেজম্যান্টের আর্গনাইজমেন্ট স্বীকৃত মানের সর্বশেষ ভার্সন ISO ৯০০১:২০১৫ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত BS OHSAS 18001:2007 সনদ অর্জন করেছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ নিয়োগ এবং তাদেরকে প্রয়োজনমত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশে উল্লেখযোগ্য প্রকার ও পরিমাণের মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয় না। এগুলো বিদেশ হতে আমদানি করা ছাড়া বিকল্প নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই-একটি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ১৩২/৩৩ কেভি ট্রান্সফরমার এবং এমএস টাওয়ার সেকশন উৎপাদন করেছে। ইনসুলেটর এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী সঞ্চালন তার এখনো বিদেশ হতে আমদানি করতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশে প্রস্তুত করা হলে এক্ষেত্রে বিদেশ নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং দ্রুত উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প অর্থায়নঃ সঞ্চালন সিস্টেমের অবকাঠামো উন্নয়নে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের আলোকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ১২.৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। সরকারকর্তৃক উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ যোগাড় করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পিজিসিবি সম্পূর্ণ নিজস্ব বিনিয়োগে দু'-তিনটি করে উন্নয়ন প্রকল্পও বাস্তবায়ন করেছে। দক্ষ লোকবল সৃষ্টিঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন সম্পর্কিত যথাযত কারিগরি প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতা দূরীকরণের মাধ্যমে পিজিসিবি'র বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব। হইলিং চার্জঃ সময়মত বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, বিআরইবি, ওজোপাডিকো ও নেসকো হতে হইলিং বিল আদায় করতে সক্ষম হলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সরকারের মাস্টার প্ল্যান অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০২১ খৃষ্টাব্দে ২৪,০০০ মেঃওঃ এবং ২০৩০ খৃষ্টাব্দে ৪০,০০০ মেঃওঃ এ দাঁড়াবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সমন্বয় রাখার জন্য পিজিসিবি ১০,৫১৩ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ১৬০ টি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এগুলো বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলে ২০২০ থেকে ২০২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো এবং সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকারের প্রতিশ্রুতি অর্জনে পিজিসিবি বিপুল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা সঞ্চালন সিস্টেমকে শক্তিশালী করবে। পিজিসিবি সঞ্চালন সিস্টেমের অবকাঠামো উন্নয়নে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের আলোকে ২০২৫ সালের মধ্যে জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কে প্রায় ২২,১১৩ সার্কিট কিঃমিঃ সঞ্চালন লাইন এবং প্রায় ১,১৭,৫৮২ এমভিএ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে কাজ করছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- সঞ্চালন লাইন ৫০০ সার্কিট কিলোমিটার নির্মাণ।
- উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ২৮৩০ এমভিএ বর্ধিতকরণ।
- দক্ষ জনবল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনপ্রতি বার্ষিক ৫০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান।

